২৫তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ১৮তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা, শনিবার, ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৩, ০৩ ডিসেম্বর ২০১৬

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,
সহকর্মীবৃন্দ,
প্রতিবন্ধী ভাই ও বোনেরা,তাদের অভিভাবকবৃন্দ এবং
উপস্থিত সুধীমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

২৫তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ১৮তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ২০১৬ উপলক্ষে দেশের সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, তাদের পরিবার, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবা ও উন্নয়নে নিয়োজিত ব্যক্তি, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনসমূহকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজকের এই দিনে আপনাদের মাঝে উপস্থিত হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

বিজয়ের এ মাসে আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাকে। আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি বীর মুক্তিযোদ্ধা ও অকুতোভয় ৩০ লাখ বীর শহীদদের প্রতি যাঁরা স্বাধীনতা অর্জনে জীবন উৎসর্গ করেছেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি নির্যাতিত ২ লাখ মা-বোনের প্রতি; যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা।

প্রতিবন্ধিতা মানব বৈচিত্রেরই একটি অংশ। প্রতিবন্ধী শিশু ও ব্যক্তিরা আমাদের পরিবার ও সমাজেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদের বাদ দিয়ে আমাদের জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়।

সুধিমন্ডলী,

জাতির পিতা ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে প্রতিবন্ধী-অপ্রতিবন্ধী প্রত্যেক নাগরিকের জন্য সমতা, মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। তিনি ১৯৭৪ সালে দেশের ৪৭টি সাধারণ বিদ্যালয়ে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সমন্বিত শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেন। একই বছর বঙ্গবন্ধু প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ড. মুহাম্মদ কুদরাত-ই-খুদার নেতৃত্বে যে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছিলেন, তা বাস্তবায়িত হলে প্রতিবন্ধিতার কারণে আজ কোন শিশুই শিক্ষালাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত হত না।

কিন্তু, পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যার মাধ্যমে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বৈষম্যহীন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করা হয়।

সুধিবৃন্দ,

আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর ''প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন,২০১৩'' এবং ''নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩'' নামে দু'টি আইন পাশ করেছি। ইতোমধ্যে এর বিধিমালাও প্রণয়ন করা হয়েছে। আমরা জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী অধিকার সনদ স্বাক্ষর করেছি, অনুস্বাক্ষর করেছি এর অপশনাল প্রটোকল। এর ফলে অটিজম ও এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এবং সবধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সমঅধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

সুধিমন্ডলী,

আমরা সরকার গঠনের পর দেশের শিক্ষাখাতের উন্নয়নে বাস্তবমূখী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করি। সেখানে উল্লেখ আছে, 'প্রতিবন্ধিতার কারণে কোন শিশুকে শিক্ষা কার্যক্রম থেকে দূরে রাখা যাবে না'।

- এই লক্ষ্যে দেশের ৬৪ জেলায় সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে ৬৪০ জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য বিনামূল্যে আবাসিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
- এছাড়া দেশে ১২টি দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী স্কুলে প্রায় এক হাজার শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে থাকা-খাওয়ার সুযোগ-সুবিধাসহ বিশেষ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

- দেশজুড়ে সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে ৬২টি বিশেষ স্কুল। যেখানে প্রায় ১০ হাজার অটিজম ও এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে।
- দেশের ৭০ হাজার প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীকে ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে উপবৃত্তি প্রদান করছি।
- নতুন বছরের প্রথম দিন আমাদের শিশুরা বই উৎসব পালন করে। তেমনি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের হাতেও আমরা ব্রেইল বই তুলে দিচ্ছি।
- এ টু আই প্রোগ্রামের আওতায় ৬টি ই-লার্নিং সেন্টারে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছে। এর ফলে তারা তথ্য প্রযুক্তি খাতে অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

সুধিবৃন্দ,

- আমরা ইতোমধ্যে দেশের সকল জেলা ও বেশকিছু উপজেলায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র স্থাপন করেছি। প্রতিটি কেন্দ্রে রয়েছে একটি করে অটিজম ও এনডিডি কর্ণার। এখানে প্রায় ৫ লাখ অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী মানুষকে বিনামূল্যে বিভিন্ন ধরণের থেরাপি সেবা, কাউন্সেলিং ও সহায়ক সামগ্রী দেয়া হয়েছে।
- জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন চত্বরে স্থাপিত অটিজম রিসোর্স সেন্টার হতে অটিজম ও এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তিদের বিনামূল্যে বিভিন্ন ধরণের থেরাপি এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এখানে প্রায় ৮৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হচ্ছে প্রতিবন্ধী উন্নয়ন কমপ্লেক্স।
- প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৩২টি মোবাইল থেরাপি ভ্যান চালু করা হয়েছে।

সুধিমন্ডলী,

গ্লোবাল অটিজম পাবলিক হেলথ ইনিশিয়েটিভ ইন বাংলাদেশ এর জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপারসন সায়মা হোসেনের প্রচেষ্টায় দেশ ও বিদেশে অটিজম এর গুরুত্ব ও সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অটিজম সচেতনতায় বিশেষ অবদান রাখার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০১৪ সালে সায়মা হোসেনকে 'এক্সিলেন্স ইন পাবলিক হেলথ অ্যাওয়ার্ড'- এ ভূষিত করে। সম্প্রতি সায়মা হোসেন ইউনেস্কোর- 'আমির জাবের আল-আহমদ আল-সাবাহ পুরস্কার' সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক জুরি বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছে। আমি মনে করি, এটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও কাজের স্বীকৃতি।

প্রিয় প্রতিবন্ধী ভাই ও বোনেরা

আপনাদের রয়েছে অনন্য প্রতিভা। আমরা আপনাদের প্রতিভাকে বিকশিত করতে চাই। বিশ্ব বিখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন, ডারউইন, নিউটন জীবনের একটা সময় অটিজমের মধ্যে দিয়ে কাটিয়েছেন। সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী উইলিয়াম বাটলার ইয়টস্, ড্যানিস কবি হ্যানস্ এন্ডারসন, সুরস্রষ্টা বিথোভেন, মোজার্ট প্রতিবন্ধী ছিলেন। বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংস্ আজীবন প্রতিবন্ধী।

আপনারা প্যারা অলিম্পিক ও স্পেশাল অলিম্পিকে স্বর্ণপদক জিতে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছেন। তাই আমরা প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক ক্রীড়াবিদদের জন্য ঢাকার অদূরে ১২ একর জমিতে ৩০০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছি।

সুধিবৃন্দ,

আমরা প্রতিবন্ধীদের সমঅধিকার ও মর্যাদা রক্ষা এবং তাদের সার্বিক উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহন করেছি। এর ফলে প্রতিবন্ধীদের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এসেছে।

- আমরাই প্রথম সরকারী চাকুরিতে প্রতিবন্ধী কোটার প্রবর্তন করি। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিসিএসসহ প্রথম শ্রেণির চাকুরিতে ১% এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির চাকুরিতে ১০% কোটা সংরক্ষণ করেছি।
- চলতি বছর সাড়ে সাত লাখ অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে মাথাপিছু ৬০০ টাকা হারে ভাতা দিচ্ছি। এ খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ৫৪০ কোটি টাকা ।
- সমাজসেবা অধিদপ্তর সারাদেশে জরিপ চালিয়ে ১৫ লাখ প্রতিবন্ধী মানুষকে সনাক্ত করে একটি শক্তিশালী ডাটা ব্যাংক তৈরি করেছে।

সুধিমন্ডলী,

অটিস্টিক, এনডিডি ও অন্যান্য প্রতিবন্ধী শিশু ও ব্যক্তিদের দক্ষতা ও সক্ষমতার নীরিখে তাদের উপযুক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জীবনমান উন্নয়নে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। রাস্তাঘাট, ফুটপাত ও নতুন অবকাঠামো প্রতিবন্ধীবান্ধব করে তৈরী করতে হবে।

প্রতিবন্ধী শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সবাইকে রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা ব্যবস্থার আওতায় আনতে জীবনচক্র ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলছে।

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠির উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের পথ প্রশস্ত করতে আমি কর্পোরেট সেক্টর ও সমাজের বিত্তবানসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

সুধিবৃন্দ,

আওয়ামী লীগ সরকারের গৃহীত নানামুখী পদক্ষেপের ফলে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বুকে উন্নয়নের রোল মডেল। দেশের প্রবৃদ্ধি এখন ৭.১১ শতাংশ। মাথাপিছু আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৪৬৫ মার্কিন ডলার। ৫ কোটি মানুষ নিম্ন আয়ের স্তর থেকে মধ্যম আয়ের স্তরে উন্নীত হয়েছে। দারিদ্র্যের হার ২২.৪ শতাংশে নামিয়ে এনেছি। সরকারি ও বেসরকারিভাবে দেড় কোটি মানুষের চাকুরি হয়েছে। সাক্ষরতার হার ৭১ শতাংশ। বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করে ১৫ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করেছি।

আমরা সফলভাবে এমডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছি। এখন টেকসই উন্নয়নের (এসডিজি) লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। এই বিপুল কর্মযজ্ঞে প্রতিবন্ধিতার ইস্যুটি আমরা বিবেচনা করছি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে।

সুধিবৃন্দ,

প্রতিবন্ধীরা আমাদেরই আপনজন। আসুন, আমরা তাদের প্রতিভা বিকাশে সাহায্য করি। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলস্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে আমি সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসহ সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করব, ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে আজকের এই অনুষ্ঠানে যাঁরা অবদান রেখেছেন এবং যে সকল অটিস্টিক শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা দূরদূরান্ত থেকে এসে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশ্বের সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীবন ভরে উঠুক আনন্দে-এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

সকলকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...